গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
খুলনা
(এস. এ শাখা)
www.khulnadiv.gov.bd

বিষয় : খুলনা বিভাগীয় মাসিক আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত মে/২০২১ মাসের সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা

সভার স্থান : বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষ।

সভার তারিখ : ২৫-০৫-২০২১ খ্রি.সময় : সকাল ১০.০০ টা

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : উপস্থিত, প্রতিনিধিমূলে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যবৃন্দের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট-ক।

Zoom Cloud Meeting এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতঃপর অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), খুলনাকে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী তিনি সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১। গত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

সভায় এপ্রিল ২০২১ মাসের আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২। জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভা:

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২প্রকল্প সংক্রান্ত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভার তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যায় এপ্রিল ২০২১ মাসে প্রত্যেকটি জেলায় টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সভা নিয়মিত আয়োজন করে সভার কার্যবিবরণী পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ে নিয়মিত প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সংক্রান্ত জেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও কার্যবিবরণী পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর কার্যালয়সহ এ কার্যালয়ে প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ।

৩। আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত :

সভায় প্রমাপ অনুযায়ী জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রকল্পগুলোতে কোন সমস্যা আছে কিনা চিহ্নিত করা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখের ০৩.৭০২.০২৮.০০.০০.১৩২৮.২০১৩-১৩২০ নং স্মারকের নির্দেশনা ও প্রেরিত 'ছক' মোতাবেক জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে প্রতিমাসে ন্যূনতম একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে ।	জেলা প্রশাসক, সকল, খুলনা বিভাগ

৪। ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :

এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ৫৭টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩,০৪,৬০,৫০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ২,৮০,৯৪,৫০০/-টাকা। ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৬,৭৬,৭৮,০০০/- টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ১৬,৪৮,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৯২%।

এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ১০১টি আশ্রয়ণ প্রকল্পের (ফেইজ-২) এর অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬,৬৩,৭২,০০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৫,২০,১৮,৫০০/-টাকা ও ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৭,৬২,১৩,০০০/- টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ৪৩,৫৩,৫০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৯৩%।

এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট ৩৩টি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৪,৩০,৪০,০০০/- টাকা। মূল বরাদ্দ থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ১,৭২,১০,০০০/-টাকা ও ঘূর্ণায়মাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ ৩৮,৭৭,০০০/-টাকা। অবিলিকৃত টাকার পরিমাণ ২,৫৮,৬৩,০০০/- টাকা। বিতরণকৃত অর্থের শতকরা হার ৬৮%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) সাতক্ষীরা জেলায় ৫৬% এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের খুলনা জেলায় ৪২%, বাগেরহাট জেলায় ৫৫%, চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬৬% এবং ঝিনাইদহ জেলার অবিলিকৃত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ আশ্রয়ণ প্রকল্প সরেজমিনে যাচাই করে ঋণ বিতরণের ১০০% হার বৃদ্ধি করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
আশ্রয়ণ প্রকল্প [illegible] সাতক্ষীরা জেলা এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের [illegible] এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার ঋণ বিতরণের হার [illegible]	১। জেলা প্রশাসক, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা। ২। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা। ৩। পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা। ৪। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা।

৫। **ঋণ আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদন আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প :**

এপ্রিল/২০২১ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ [illegible]/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ [illegible]/-টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ [illegible].২০.৭২.৭৭০/-টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ [illegible]/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার [illegible]।

এপ্রিল ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১২.২৯.৭৭.৫০০/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ১৩,৩০,২৯,১৯৮/- টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১০.২৯,৭৬,০৩২/- টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৩,০০,৭২,৭৫৭/-টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৮৪%।

এপ্রিল/২০২১ তারিখ পর্যন্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২,১০,৮৭,৮০০/-টাকা। আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ ২.১৮.৩৪,৭৮০/-টাকা। মোট ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১,৪৬,৮৬,৪৩০/- টাকা। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ৭১,৬৮,৫৫০/- টাকা। ঋণ আদায়ের হার ৭০%।

ঋণ আদায় সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, আশ্রয়ণ প্রকল্পে সাতক্ষীরা জেলায় ৭৪% ও নড়াইল জেলায় ৭৭%,আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) খুলনা জেলায় ৭০%, সাতক্ষীরা জেলায় ৬১%,নড়াইল জেলায় ৭১%, ও মেহেরপুর জেলায় ৬৪% এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে নড়াইল জেলায় ৫৫% এবং চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬৬% হওয়ায় সরেজমিনে যাচাই করে ঋণ বিতরণের ১০০% হার বৃদ্ধি করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
(ক) আশ্রয়ণ প্রকল্পে সাতক্ষীরা ও মেহেরপুর জেলা আশ্রয়ণ এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে নড়াইল ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ঋণ আদায়ের হার ১০০% এ উন্নীত করতে হবে। (খ) ঋণ গ্রহীতাগণ যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন ঋণের অর্থ সে উদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করে যাতে ঋণের কিস্তি সময়মত পরিশোধ করতে [illegible]	১। জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর। ২। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর,খুলনা। ৩। পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা। ৪। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা, নড়াইল ও মেহেরপুর।

৬। **পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম(আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :**

আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পএর এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্য নিম্নরুপ দেয়া হলো। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের তথ্যাদি এ কার্যালয় প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিষয়	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে জন্মের সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে মৃত্যুর সংখ্যা	মোট লোক সংখ্যা	সক্ষম দম্পত্তির সংখ্যা	স্থায়ীপদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	অস্থায়ীপদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	অবশিষ্ট দম্পত্তির সংখ্যা	শতকরা হার
আশ্রয়ণ প্রকল্প	৪,৯২৫	১৬	০২	১৪,৬৮৯	৩,২৪৬	৬৬৬	২,১৫৮	৪২২	৮৭%
আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)	৭,৬৯০	১১	-	২২,০৪৩	৪,৬৮৬	৯৯১	৩,০৮৯	৬১৪	৮৭%
আশ্রয়ণ-২	৩,৯৮৪	০২	-	৯,২৪০	১,৯৯১	৩২৩	১,৪১৫	২৫৩	৮৭%

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মত সরকারের বিশেষ প্রকল্প সীমাবদ্ধ এলাকায় পুনর্বাসিত কোন সক্ষম দম্পত্তি যাতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম থেকে বাদ না যায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ১০০% উন্নীত করতে হবে।	১) জেলা প্রশাসক (সকল), খুলনা বিভাগ। ২) পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

৭। **শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম (আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) :**

এপ্রিল/২০২১ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পে মোট শিশুর সংখ্যা ২,২২২ আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ মোট শিশু সংখ্যা ৩,৪২৮ জন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট শিশুর সংখ্যা ১,৪৮২ জন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মোট বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৯,১৭৭ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৮,০২৩ জন এবং নিরক্ষণ লোকের সংখ্যা ১১৫৪ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৯৪%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ মোট বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২,৫৯১ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ১০,৬৪৮ জন এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ১,৯৪৩ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৮৮%।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে মোট বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৪,৬৫৫ জন। তন্মধ্যে স্বাক্ষর করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৩,৮১৮ জন এবং নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৮৩৭ জন। বয়স্ক শিক্ষার হার ৮৮%।

আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প সরকারের একটি বিশেষ প্রকল্প হওয়ায় শিক্ষার হার ১০০% এ উন্নীত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।বিদ্যালয় না যাওয়ার কারণ/সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভায় বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে বসবাসকারী বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে গমন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। তারা বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ/সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে স্কুলগামী প্রতিটি শিশু স্কুলে যাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করণসহ শিশুদের স্কুলে যাওয়ার যদি রাস্তা না থাকে প্রয়োজন হলে রাস্তা করার ব্যবস্থা করতে হবে। গ) বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মত সীমাবদ্ধ এলাকায় নারী ও শিশু শিক্ষার হার ১০০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে নিবিড় তদারকিসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) খুলনা বিভাগ। ২। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা,খুলনা বিভাগ, খুলনা।

০৮। <u>কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ(**আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প**)</u> :

এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এর কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের কাজ এ বিভাগের সকল জেলায় ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ঝিনাইদহ, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় ব্যতীত অন্যান্য জেলায় কমিউনিটি সেন্টারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমিউনিটি সেন্টার যাতে উপযুক্ত কাজে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করা হয়। একই সাথে কমিউনিটি সেন্টার যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হওয়ার কথা সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিংকরার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। যে সমস্ত জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ হয়নি, নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) কমিউনিটি সেন্টার ব্যবহারে যথাযথ তদারকি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক (সকল) খুলনা বিভাগ।
খ) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ, মাগুরা ও মেহেরপুর জেলায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২। জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর

০৯। <u>কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রেশন ও নামজারি(**আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প**)</u> :

এপ্রিল/২০২১ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুর্নবাসিত ৪,৪৯৫টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রি হয়েছে ৩,৮৯৮টি। অরেজিষ্ট্রিকৃত ৫৮৭টি। রেজিষ্ট্রিকৃত কবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ৩,৫২৫টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৩৮৩টি। এ বিভাগে এপ্রিল/২০২১ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে খুলনা জেলায় ৭৮%, সাতক্ষীরা জেলায় ৫৪%, ঝিনাইদহ জেলায় ৭২% ও মাগুরা জেলায় ৮২%।

এপ্রিল/২০২১ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এ পুর্নবাসিত ৮,২৬১টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি হয়েছে ৭,৩৭৯টি। অরেজিষ্ট্রিকৃত ৮৮২টি। রেজিষ্ট্রিকৃতকবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ৬,৪৭৭টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৯০২টি। এ বিভাগে এপ্রিল/২০২১ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে খুলনা জেলায় ৮২%, সাতক্ষীরা জেলায় ৯৩% ও ঝিনাইদহ জেলায় ৬৩%।

এপ্রিল/২০২১ মাসে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পুর্নবাসিত ৩,৯৬১টি পরিবারের মধ্যে কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রি হয়েছে ২,৭৯৪টি। অরেজিষ্ট্রিকৃত ১,১৬৭টি। রেজিষ্ট্রিকৃত কবুলিয়তের মধ্যে নামজারি হয়েছে ২,২৮৩টি এবং নামজারি বিহীন রয়েছে ৫১১টি। এ বিভাগে এপ্রিল/২০২১ মাসের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় নামজারির অগ্রগতির হার যথাক্রমে খুলনা জেলায় ৭৮%,সাতক্ষীরা জেলায় ৬৮%, ঝিনাইদহ জেলায় ৪৭%, নড়াইল জেলায় ৭২%, কুষ্টিয়া জেলায় ৩৯% ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭০%।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার রেজিষ্ট্রিকৃত কবুলিয়ত ও নামজারির হার সন্তোষকজনক নয়। উপরোক্ত প্রকল্পগুলোর নামজারীর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুর্নবাসিতদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত জমির কবুলিয়ত রেজিষ্ট্রেশন ও নামজারি কার্যক্রম খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় এবং আশ্রয়ণ প্রকল্পে (ফেইজ-২) এ খুলনা, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে খুলনা, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০০% এ উন্নীত করতে হবে। ইহা ছাড়া ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসককে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের রেজিষ্ট্রিকৃত কবুলিয়ত ও নামজারির হার বাড়ানোর জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তদারকী করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক,খুলনা,সাতক্ষীরা ঝিনাইদহ,মাগুরা,নড়াইল,কুষ্টিয়া চুয়াডাঙ্গা।

১০। পরিবার পুনর্বাসন(আশ্রয়ণ প্রকল্প/আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প :

এপ্রিল ২০২১ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৬৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৫১১টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৪২৩৫টি বর্তমানে খালি আছে ৫৭৬টি।

এপ্রিল ২০২১ মাসে আশ্রয়ণ প্রকল্পের (ফেইজ-২) এ ৯৭টি প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ব্যারাক হাউজের সংখ্যা ৯৩৫টি এপ্রিল/২০২১ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৭,১৫২টি। ১,৪৭৮টি ইউনিট বর্তমানে খালি আছে

এপ্রিল ২০২১ মাসে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৫৪টি প্রকল্পের মধ্যে নির্মিত ব্যারাক হাউজের সংখ্যা ২২১টি এপ্রিল ২০২১ মাস পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত ইউনিটের সংখ্যা ৩,৮৪৫টি। ৩৫০টি ইউনিট বর্তমানে খালি আছে

সভায় অবিলম্বে প্রকৃত গৃহহীন পরিবার/ভিক্ষুকদের বাছাই করে খালি ইউনিট সমূহে পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) যশোর, নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং যশোর, নড়াইল ও মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প(ফেইজ-২) এবং বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর ও মেহেরপুর জেলায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পরিবার পুনর্বাসনের জন্য কোন খালি ইউনিট নেই। তবে যে সকল জেলায় খালি ইউনিট রয়েছে খালি ইউনিট থাকার কারণ সমূহ উল্লেখ করতে হবে। উপযুক্ত ভূমিহীন পরিবার/ভিক্ষুকদেরকে যাচাই বাছাই পূর্বক পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উক্ত খালি ইউনিটসমূহ ভূমিহীন পরিবার/ভিক্ষুকদেরকে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	০১। জেলা প্রশাসক (সকল) খুলনা বিভাগ।

১১। গুচ্ছগ্রাম-১ম ও গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায়ের তথ্য :

ক্রঃ নং	জেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম (১ম ও ২য়)	জমির পরিমাণ	ইউনিটের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	দলিল সম্পাদনের সংখ্যা	নামজারির সংখ্যা	ফাঁকা ইউনিটের সংখ্যা	মন্তব্য
ক্রঃ নং	জেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম (১ম ও ২য়)	জমির পরিমাণ	ইউনিটের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা	দলিল সম্পাদনের সংখ্যা	নামজারির সংখ্যা	ফাঁকা ইউনিটের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১১
১	খুলনা	১২	৭২.০৫	৫১৮	৫১৮	৩২৯	২৪১	০৭	১০
২	বাগেরহাট	১০	৪৭.৪৩	৫৫০	৫৫০	৪৬০	৪৬০	-	-
৩	সাতক্ষীরা	২০	২৩৯.৬২	৮২৪	৭৮২	৫৫২	৫৫২	৪২	-
৪	যশোর	১০	২২.৭৩	৩০৭	৩০৭	২৮২	২৮২	-	-
৫	ঝিনাইদহ	১৫	১১.৯৯	২২১	১০২	৩২৪	৩২৪	-	
৬	মাগুরা	১৩	১৩১.৫২	৪২১	৪২১	৩৮৩	৩৬০	-	-
৭	নড়াইল	০৮	৪২.৩১	৪২৩	৩৮৩	৩৮৩	৩৬০	৪০	-
৮	কুষ্টিয়া	০৪	২১.০৭	১৩৩	১৩৩	৯৯	৯৯	-	-
৯	চুয়াডাঙ্গা	০৩	১৩.৯৪	১০০	১০০	৭০	৭০	০৫	-
১০	মেহেরপুর	০১	২.০৬	৩০	৩০	৩০	৩০	-	০৫টি পরিবার চলে গেছে।
মোট		৯৬	৬০৪.৭২	৩,৫২৭	৩,৩২৬	২,৬৩১	২,৫২০	৯৪	

১২। বরিশালে আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগে নির্মিত গুচ্ছগ্রামের তালিকা :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের সংখ্যা	ঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
১	খুলনা	পাইকগাছা	খড়িয়া তেমসাখালী	৩০	
২	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	চাপাতলা	৩০	
৩	নড়াইল	লোহাগড়া	মাইগ্রাম-২	২০	
৪	নড়াইল	লোহাগড়া	পাংখার চর-২	৪০	
৫	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	পানখালী চুনা	৪০	
৬	মাগুরা	শালিখা	আড়পাড়া	২০	
		মোট	০৬	১৮০	

রিজিওনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প, বরিশাল হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগে, খুলনা,বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও নড়াইল জেলায় মোট ০৬(ছয়)টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত গুচ্ছগ্রামে পুর্নবাসিত ঘরের সংখ্যা ১৮০টি। কোন মানুষ গৃহহীন থাকবে না মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে বিধায় নতুন নতুন গুচ্ছগ্রামের প্রস্তাব প্রেরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
ক) এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ নতুন গুচ্ছগ্রামের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	১। জেলা প্রশাসক, (সকল),খুলনা বিভাগ।

১৩। <u>বিবিধ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :</u>

(ক) সভাপতি জানান মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে " বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন ("ক" শ্রেণির) মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে উপকারভোগী নির্বাচন ও গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ২য় পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয় কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান নীতিমালা-২০২০ এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত নীতিমালার আলোকে এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ এবং মাঠ পর্যায়ে এ কাজে সংশ্লিষ্ট সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের তালিকার ক্ষেত্রে কোন রকম স্বজনপ্রীতি কিংবা পক্ষপাতিত্ব এবং গৃহ নির্মাণে দুর্নীতির বিষয়েও'ZeroTolerence'নীতিগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীরা যেন কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় ও বসবাস করে সে বিষয়টি জেলা প্রশাসক উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সরেজমিন প্রকল্প প্রকল্পস্থল পরিদর্শনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং প্রকল্পগুলো টেকসইকরণের সুপারিশ প্রেরণ করবেন

গ) প্রকল্পের ব্যারাক ঘর সংস্কারের ক্ষেত্রে টিআর কাবিখা বরাদ্দের কিছু অংশ ব্যয় করার জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়

ঘ) আশ্রয়ণ প্রকল্পে যাদের ঘর ইতোমধ্যে চলে গেছে তাদের বরাদ্দ বাতিলপূর্বক জরুরি ভিত্তিতে নতুন করে পুনর্বাসন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

০৬|০৯|২০২১
মোঃ ইসমাইল হোসেন এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার
খুলনা।
ফোন-০৪১-২৮৫০০৩৫ (অফিস)
ই-মেইল- www.khulnadiv.gov.bd

নং- ০৫.৪৪.০০০০.০০২.০৫.০০১.২০-২৪৪(২৭) তারিখ : ০৬/০৬/২০২১খ্রি.

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে :

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

০৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৪। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ প্রকল্প,আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) এবং আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা বিভাগ, খুলনা

০২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা

০৩। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা

০৪। জেলা প্রশাসক, খুলনা/ বাগেরহাট/ সাতক্ষীরা/ যশোর/ নড়াইল/ মাগুরা/ ঝিনাইদহ/ কুষ্টিয়া/ চুয়াডাঙ্গা/ মেহেরপুর।
(অনুচ্ছেদভিত্তিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।)

০৫। কর্নেল স্টাফ জিএসও-১, সদর দপ্তর, ৫৫ পদাতিক ডিভিশন, যশোর সেনানিবাস, যশোর।

০৬। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, খুলনা জোন, খুলনা/যশোর জোন, যশোর।

০৭। যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, খুলনা

০৮। বিভাগীয় প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) প্রকল্প, রিজিওনাল অফিস, পোর্ট রোড, বরিশাল।

০৯। পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, খুলনা

১০। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কম্পিউটার সেল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা (সভার কার্যবিবরণী এ কার্যালয়ের ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য)

১১। উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সাতক্ষীরা/ঝিনাইদহ/নড়াইল/চুয়াডাঙ্গা।

১২। উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।

পারভীন সুলতানা
সিনিয়র সহকারী কমিশনর
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনা।
ফোন নং ০৪১-২৮৫০০৪১ (অফিস)